মঙ্গলবার এইচএসসির ফল নিয়ে কথা বলবেন শিক্ষামন্ত্রী

এইচএসসির ফলাফল, বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বই উৎসবসহ শিক্ষা সংক্রান্ত সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনলাইনে মতবিনিময় করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের সংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, এ বছর মোট সাড়ে ৩৪ কোটি নতুন বই ছাপা হয়েছে। এই বই এখন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক গোলাম ফারুক সাংবাদিকদের বলেন, বই কীভাবে পৌঁছানো হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়নি। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাসভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

‘ধ্রুবতারা’র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নতুন প্লেন ‘ধ্রুবতারা’ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ রবিবার (২৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত ড্যাশ ৮-৪০০ মডেলের নতুন প্লেন ধ্রুবতারার উদ্বোধন করেন তিনি। এটি নিয়ে বিমানের বহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়াল ১৯টি।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন হযরত

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি টার্মিনালে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

ধ্রুবতারাসহ বিমানের উড়োজাহাজ বহরে ইতোমধ্যে যুক্ত হওয়া প্রতিটি উড়োজাহাজের নামকরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ধ্রুবতারা প্লেনটি ছাড়াও গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন স্থানে নবনির্মিত ২০টি ফায়ার স্টেশন, জেলা সদরে নবনির্মিত ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কেরানীগন্জে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার এবং একটি এলপিজি স্টেশন উদ্বোধন করেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউন্জ থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

কানাডার প্রখ্যাত নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডি হ্যাভিল্যান্ড নির্মিত ৭৪ আসনবিশিষ্ট ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজটি পরিবেশবান্ধব ও অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ। এ উড়োজাহাজের এইইপিএ (হাই-ইফিশিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার) ফিল্টার প্রযুক্তি মাত্র ৪ মিনিটেই ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসসহ অন্য জীবাণু ধ্বংসের মাধ্যমে উড়োজাহাজের অভ্যন্তরের বাতাসকে করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, যা যাত্রীদের করবে অধিকতর সতেজ ও নিরাপদ। এ ছাড়া এ উড়োজাহাজে রয়েছে পর্যাপ্ত লেগস্পেস, এলইডি লাইটিং ও প্রশস্ত জানালা, যে কারণে ভ্রমণ হয়ে উঠবে অধিক আরামদায়ক।

বাংলাদেশ ও কানাডা সরকারের মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে কেনা ৩টি উড়োজাহাজের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ দুটি যথাক্রমে আগামী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে বিমান বহরে যুক্ত হবে। নতুন উড়োজাহাজ বহরে সংযোজনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও স্বল্প দূরত্বের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যসমূহে বিমানের সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করা হবে।

মেহেরপুরের বলিয়ারপুরে নির্বাচনী সভা

আসন্ন ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের বলিয়ারপুর ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আয়োজনে নৌকার পক্ষে নিবার্চনী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে বলিয়ারপুর গ্রামে নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য রফিকুল ইসলাম, সাবেক ইউপি সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী, সাবেক মেম্বার আসাদুজ্জামান, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

পিরোজপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম হোসেনের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সফর আলী, ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম কিবরিয়া, বর্তমান সভাপতি ইস্কান্দার মাহমুদ বিপ্লব, সহকারি শিক্ষক তৌহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, শফিকুল ইসলাম মাস্টার প্রমুখ।

এসময় আরও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে মেয়র প্রার্থী ফারুকের নির্বাচনী সভা

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে মেয়র প্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুকের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে বন্ডবিল গেট পাড়ায় এ নির্বাচনী মতবিনিময় সভা হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতিয়ার রহমান ফারুক বলেন, আমরা বন্ডবিলের মানুষের নিকট ভোট চাইতে এসেছি। যারা দীর্ঘদিন পৌরসভার নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নির্বাচন করে। ইতোপূর্বে যারা মেয়র হয়েছে তারা আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোন উন্নয়ন করেনি। এ বন্ডবিল গ্রামের রাস্তার কোন উন্নয়ন নেই, কোন রোড-লাইট নাই। শুধু বন্ডবিল না পৌর এলাকার কোন স্থানেই কাজ করেনি।

একটি মডেল পৌরসভা ও দুর্নীতি মুক্ত পৌরসভা গঠন করতে সবাই এগিয়ে আসুন।

সভাপতিত্ব করেন, মোঃ আঃ রহমান মন্ডল, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, মোঃ আমজাদ হোসেন।

বন্ডবিল গেটপাড়ার পক্ষে বক্তব্য রাখেন, মুকুল ফরায়জী, রবগুল মন্ডল, রবিউল মোল্লা, জাকের মন্ডল, ইমারত শেখ, নিকবার মন্ডল, মজিদ মন্ডল, সৈকত আহম্মেদ, পৌর ছাত্র লীগ নেতা, আঃ লতিফ প্রধান সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, মাসুদ সালেহীন উৎপল দপ্তর সম্পাদক, শরীফুল ইসলাম শাখা সভাপতি দেখী বাংলার রুপ ও কোষাধ্যক্ষ আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, সাগর আহম্মেদ শ্রম বিষয়ক সম্পাদক, নাসিম শেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মিজানুর রহমান রিপন প্রচার সম্পাদক, জহুরুল ইসলাম ঝন্টু সদস্য, লিপু বিশ্বাস, মোল্লা সেলিম, দেবদাস, উজ্জ্বল ও আলমগীর প্রমুখ।

গাংনীতে অপহরণ মামলার আসামীদের ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন

মেহেরপুরের গাংনীতে উজ্জলকে অপহরন ও চাঁদাবাজির সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ৩জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার উজ্জলের পিতা মাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম জানান,গ্রেফতারকৃত গাংনী বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিনয়,বিকাশ ব্যবসায়ী থানাপাড়ার সাফায়েত ও সদর উপজেলার ষোলমারী গ্রামের খালেদকে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সোপর্দ করে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। বিজ্ঞ বিচারক রবিবার রিমান্ড শুনানীর দিন ধার্য করে আসামীদের জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

পুলিশ ও মামলার বাদী জানিয়েছে, স্বর্ন ব্যবসায়ী বিনয়ের সাথে ভারতে হাফিজের টাকালেনদেন রয়েছে। সে লেনদেন ফেন্সিডিল ও স্বর্ণের ব্যবসা সংক্রান্ত হতে পারে। স্বর্ণ ও ফেন্সিডিল বিক্রির বিপুল পরিমান টাকা লেনদেন করে সাফায়েতের বিকাশ নম্বরে। সেই টাকা সাফায়েতের কাছ থেকে নিয়ে যায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিনয়। তবে মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে তদন্ত শেষে বিস্তারিত পরিস্কার হওয়া যাবে। এদিকে উজ্জল হোসেন আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেওয়ার পর স্বজনের জিম্মায় মুক্তি পেয়েছে সে।

উল্লেখ্য: গত বুধবার সন্ধ্যায় তেঁতুলবাড়িয়া গ্রাম থেকে মটরসাইকেল যোগে উজ্জল হোসেনকে অপহরন করা হয়। অপহরণের ৩০ ঘন্টা পর বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যে রাতে উপজেলার তেরাইল এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

অপহরণের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহ ও চাঁদা চাওয়ার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গাংনী বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিনয়, বিকাশ ব্যবসায়ী থানাপাড়ার সাফায়েত ও মেহেরপুর সদর উপজেলার ষোলমারী গ্রামের খালেদকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাত ৯ টায় ০১৭০৩-২৪৫১২৬ নং মোবাইল থেকে জনৈক্য হাফিজ পরিচয় দিয়ে মাফিজুলের প্রতিবেশি নাজিম উদ্দীনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে (শেষ দুটি নং ৪৯) আমার সাথে কথা বলে। হাফিজ ভারতীয় ভুখন্ডে রয়েছে দাবি করে জানায় তার ছেলে উজ্জলকে অপহরন করেছে তারা এবং অপহৃত উজ্জল তাদের কাছে জিম্মি রয়েছে।

১ লাখ ৮০ হাজার টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে তা না হলে হত্যার হুমকি দেন। পরে মুক্তিপণ হিসেবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দিতে চাইলে বিকাশ নম্বর দেন। (বিকাশের শেষ তিন ৪২০ অক্ষর) পরে বিষয়টি পুলিশকে জানায়।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, ঘটনাটি মাদক ব্যবসা সংক্রান্ত ঘটনা বলে প্রাথমিক অবস্থায় ধারনা করা হচ্ছে। তবে ঘটনাটি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছেনা।

গাংনীতে ১৮২ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৮২ বোতল ফেন্সিডিল সহ আসাদ আলী নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় বাওট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসাদ আলী তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যানপুর গ্রামের জামান আলীর ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উপ পরিদর্শক (এস আই) অজয় কুমার কুন্ডু জানান, করমদি এলাকা থেকে একটি পাখিভ্যান যোগে ফেন্সিডিল পাচার করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নির্দেশে অভিযান চালিয়ে আসাদ আলীকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় পাখিভ্যান থেকে ১শ’৮২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার ও ফেন্সিডিল

পাচারের ব্যবহৃত একটি পাখি ভ্যান জব্দ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান,মাদক ব্যবসায়ী আসাদ আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূবর্ক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হবে।

গাংনী পৌর নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির কর্মী সভা

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে কর্মী সভা করেছে বিএনপি। শনিবার সন্ধ্যায় শিশিরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মুন্নাফ আলী। এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মেয়র প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুরাদ আলী,পৌর কৃষকদেলের সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাধারন সম্পাদক শরিফুল রইসলাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গনী, আব্দুল খালেক, ইমন আহমেদ,

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইন,গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল খান,গাংনী পৌর ছাত্রদের সভাপতি ইমন, সরকারী ডিগ্রী কলেজের সভাপতি জুনাইদ আহমেদ সহ বিএনপির ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়নবাসীর ভালবাসা আমার কাজ

করার প্রেরণা- চেয়ারম্যান কবির হোসেন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৭নং নলডাংগা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পুরণে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি দীর্ঘ ৫ বছর ইউনিয়নের উন্নয়নে নানামূখী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

অনেক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে নতুন করে হাতে নিয়েছেন । সেই সাথে রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমেও এলাকাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে শান্তিপূর্ণ ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যে জনপদে চলতো অস্ত্রের ঝনঝনানি সেখানে ফিরে এসেছে ভালবাসা আর শান্তির সুবাতাস।

এই জনপদের মানুষের ভালবাসা তার টিকে থাকার প্রেরণা বলে মনে করেন তিনি। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নসহ সর্বস্তরের কর্মী সমর্থকদের বিপদে আপদে অভিভাবকের মতো সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছেন। ভূমিকা রেখেছেন ইউনিয়নকে মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, জনবান্ধব ডিজিটাল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে।

ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যসূত্রে জানা যায়, কবির হোসেন চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব নেওয়ার পর সততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ঠিক উপায়ে মানুষের প্রাপ্য যেমন ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ১০০ভাগ প্রতিবন্ধী ভাতাসহ সকল সুবিধা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করেছেন।

সরকারি সুবিধার পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে অসহায়, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন করোনাকালীন। ১৭ নং নলডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কবির হোসেন বিশ্বাসের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি বলেন, আমি দলীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক জনগণের সেবক হিসেবে এই ৫বছর কাজ করেছি। ইউনিয়নবাসীর ভালবাসা আমার কাজ করার প্রেরণা।

আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে আশাবাদী দলীয় মনোনয়ন আমিই পাবো। এছাড়াও প্রতিদিন এলাকার ভোটারদের সাথে কুশল বিনিময়, পাড়া- মহল্লায় আলোচনা ও দূরত্ব বজায় রেখে গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন তিনি। বিগত সময়ের ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে নতুনভাবে ইউনিয়নকে গড়ে

তোলার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, করোনার এই ক্রান্তিকালে আমি নিজের কথা ভাবিনি, ভেবেছি অসহায় মানুষের কথা। ছুটে গিয়েছি তাদের কাছে এবং সমাধান করেছি নানা সমস্যার। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় সরকারি সহযোগিতা ছাড়াও নিজ উদ্যোগে হাজার হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী ও অর্থ বিতরণ করেছি। এছাড়াও সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করেছি। বিপদে আপদে সবসময় অভিভাবকের মত অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী মোঃ কবির হোসেন বিশ্বাস বলেন, সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করায় সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ইউনিয়নবাসী আমাকে আবারো নলডাংগা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা এবার দলের ত্যাগী, পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি, দল আমাকে মনোনয়ন দেবে। মনোনয়ন পেলে আমি জনগণের বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে ইউনিয়নের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করতে পারবো।

বিশ্বব্যাপী মহাসংকটে অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশ

ইতিহাসের কঠিনতম একটি বছর পার করল বাংলাদেশের অর্থনীতি। মহামারী করোনাভাইরাসের ছোবলে অর্থনীতির এমন কোনো খাত নেই যেটি আক্রান্ত হয়নি। এমনকি সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার নতুন করে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ লেগেছে। গত মার্চ থেকে মে সময়ে কৃষি আর জরুরি খাদ্যপণ্য বাদে প্রায় সব ধরনের উৎপাদন বন্ধ ছিল টানা দুই মাসের বেশি। অথচ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো উৎপাদন। মাসের পর মাস কলকারখানায় ঝুলেছে তালা। খোলেনি মার্কেটের প্রধান ফটক। দোকানপাটের শাটারও ওঠেনি। কর্মীরা ছিলেন দিশাহারা। কর্মহীন হয়ে পড়েন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। পরিবহন খাতের চাকাও ঘোরেনি। ইঞ্জিন বন্ধ ছিল লঞ্চ, বিমান, হেলিকপ্টারসহ সব ধরনের

যানবাহনের। সরকারিন্ডবেসরকারি অফিসেও ছুটিন্ডঅর্ধছুটি ঘোষণা করা হয় মহামারীর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে। পরবর্তী সময়ে প্রায় শতভাগ অফিশিয়াল কার্যক্রম চলে আসে অনলাইনে, যার কিছু অংশ এখনো বিদ্যমান। ফলে মানুষ ছিল ঘরবন্দী। এমন রুদ্ধশ্বাস নিয়েই প্রায় পুরো একটি বছর পার করেছে দেশের অর্থনীতি।
করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিও স্মরণকালের ভয়াবহ রকমের সংকটময় একটি বছর পার করল। দুন্ডএকটি বাদে বিশ্বের প্রায় সব দেশই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে চলে গেছে করোনার ধাক্কায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিও বছরের শুরুতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সব শ্রেণির মানুষের কর্মস্পৃহা ও সরকারের চেষ্টায় দ্রুততম সময়েই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নে দ্রুত সংকট সামলে নেয় সামষ্টিক অর্থনীতি। ফলে মহামারীতেও ৫ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে আইএমএফ বলছে, ডিসেম্বর শেষে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যদিও কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের পথ এখনো রুদ্ধ। দ্রুত বাড়ছে বেকার ও দারিদ্র্যের হার। নতুন কর্মসংস্থান প্রায় বন্ধ। বিদেশেও নতুন করে যাচ্ছে না কোনো কর্মী। তবে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতে ভাটা পড়লেই পরবর্তী সময়ে তা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন নতুন রেকর্ড হয়েছে সংকট সত্ত্বেও। ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৪২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে রিজার্ভ।
তবে বিশ্বব্যাপী এ মহাসংকট সত্ত্বেও স্বল্প সময়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি, যদিও এ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে দারিদ্র্যের হার। প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের আয় কমে গেছে। শিল্প খাতে নেমে এসেছিল স্থবিরতা। বড় বড় শিল্পের মালিক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখনো ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। পাশাপাশি ধস নেমেছে বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধনে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী। বিদেশফেরত কর্মীদের নিয়েও দিশাহারা সরকার। বছরের শুরুতে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে ভয়াবহ সংকটের আভাস দেয় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা। তবে এশিয়াসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় অভাবনীয় সফলতার সঙ্গে করোনা মোকাবিলা করেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। অনেক উন্নত দেশে লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়েছে। চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়ে প্রায় ৩ দশমিক ৫ কাটি মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশের ব্যাংকন্ডবীমাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কমানো হয় কর্মীদের বেতন। কোথাও কোথাও চলে গণছাঁটাই। গণমাধ্যম ও রপ্তানি খাতও বাদ যায়নি এমন পরিস্থিতি থেকে। তৈরি পোশাক খাতের কয়েক বিলিয়ন ডলারের অর্ডার স্থগিত/বাতিল হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে

সেগুলো আবার ফিরে পায় বাংলাদেশ। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার লড়াইয়ে অনেকে শক্তিশালী দেশের তুলনায় এগিয়েই রয়েছে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ।
বিশেষজ্ঞদের মতে এ দেশের মানুষের চাহিদার বেশির ভাগই মেটানো হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। আর বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কৃষির অবস্থান খুবই শক্তিশালী। ফলে মহাসংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি হয়নি। না খেয়ে থাকেনি কোনো মানুষ। হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে কম খেয়েছে। এর আগের বছর ২০১৯ সালের শুরুটা ছিল দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই স্বস্তিদায়ক। কেননা সে সময় টানা ১১ বছর ধরে একই মতাদর্শের সরকার দেশ শাসন করায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজ হয়ে আসছিল বেশ দ্রুতগতিতে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ছিল উচ্চ। মাথাপিছু আয়ও দ্বিগুণের বেশি হয়েছিল। কিন্তু অনিয়মন্ডদুর্নীতি আর বিশ্বমন্দার বাড়তি মাত্রা যোগ হওয়ায় সে বছরের শেষ দিকে এসে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা সামষ্টিক অর্থনীতি আচমকা হোঁচট খেয়ে বসে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় চলতি বছরের শুরু থেকেই চলে আসা করোনা মহামারীর প্রচন্ড ধাক্কা। এক ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সামগ্রিক অর্থনীতি, যার রেশ এখনো শেষ হয়নি। বরং প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা পুরোপুরি কেটে ওঠার আগেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা। ফলে একমাত্র প্রবাসী আয় ছাড়া এখন পর্যন্ত দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সব প্রধান সূচক নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। এর ফলে সামনের দিনগুলোয় অর্থনীতির গতিবিধি কী হতে পারে তা অনুুমান করাটাও মুশকিল বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে প্রায় টানা এক দশক ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে দেশ। ২০০৯ সালে ৫ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে নতুন এক অধ্যায় শুরু করে বাংলাদেশ। সব শেষ ২০১৮ন্ড১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এরপর করোনা মহামরীতে বিশ্বের প্রায় সব দেশই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশ ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। আর চলতি অর্থবছর শেষে বাজেটের টার্গেট অনুযায়ী ৮ দশমিক ২ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের আগেই ডবল ডিজিট (২ অঙ্ক) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে ২০০৯ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৭০৯ মার্কিন ডলার। এখন তা ১৯০০ ডলার অতিক্রম করেছে। সে সময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। এখন তা ৪২ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। রপ্তানি ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালে তা ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আগামীতে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। স্থায়ী কর্মসংস্থানে খুব একটা আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি না হলেও অস্থায়ী

কর্মসংস্থান, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে কর্মক্ষম মানুষ আর শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে সরকার। কিন্তু করোনা মহামারী এসে এসব অর্জনে প্রচন্ড আঘাত হানে। ফলে ২০২০ সালে বহুসংখ্যক মানুষ বেকার হয়। দেশে দারিদ্র্যও বাড়ে দ্বিগুণ হারে। এ বছর ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ মানুষের আয় কমে গেছে, যার একটা বড় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর। এদিকে আসন্ন দিনগুলোও দেশ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য হবে কঠিন চ্যালেঞ্জের। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম থেমে গেছে। একই সঙ্গে পরিবহন, পর্যটন, হোটেল, মোটেল, বিশ্ব চিত্রজগৎ, বিনোদন কেন্দ্রসহ সব ধরনের ব্যবসান্ডবাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে। বিপুল লোকসানের মুখে পড়ে বহু কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী রূপ নেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কতটা দীর্ঘায়িত হবে এর ওপর নির্ভর করছে অর্থনীতির ক্ষতির বিষয়টা। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলেছে, করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অন্তত আড়াই কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলছে, ২০০৮ন্ড২০০৯ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাকেও হার মানাবে এবারের করোনাভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সব সদস্য দেশকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছে। সংস্থা দুটি বলেছে, বিশ্ববাণিজ্য থমকে গেছে।
সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলেছে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি মন্দার মুখে পড়তে পারে। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে ৩০২ কোটি ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্টরা জানান, করোনার কারণে যে সংকট চলছে তাতে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বৈশ্বিক জিডিপি। কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উৎপাদন হ্রাস, সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কারণে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যও কমে যাচ্ছে। এ জন্য বছরজুড়েই বিনিয়োগকারীরা ছিলেন উদ্বিগ্ন।

এখন মানুষ এক অস্বাভাবিক পৃথিবীর বাসিন্দা

মানুষ এখন এক অস্বাভাবিক পৃথিবীর বাসিন্দা। বিশ্বকে এ বছর সন্ত্রস্ত ও বিপর্যন্ত করে চলেছে এক ভয়ংকর ভাইরাস করোনা। ১৭ লাখের বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এই মহামারি, আক্রান্ত করেছে প্রায় আট কোটি মানুষকে। ধস নামিয়েছে অর্থনীতির। বছর শুরুর মাত্র তিন দিন আগে চীনের উহান থেকে শুরু হয়ে দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এই নতুন করোনাভাইরাস। বিশেষজ্ঞরা বলছে, আগের কোনো কোনো মহামারি করোনার চেয়ে বেশি মানুষ মারলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু দেশের মধ্যে। কখনোই বিশ্বের সব প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েনি এবারের মতো। একে বাগে আনতে মানবজাতির সম্মিলিত চেষ্টাও চলছে নজিরবিহীনভাবে।
রোগতত্ত্ববিদ ড. মুশতাক হোসেনের ভাষায়, ‘একটি বছর আমাদের নজিরবিহীন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে। প্রতিদিনই আমাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে, নতুন করে জানতে হচ্ছে অনেক কিছু। এক বছরের মুখে এসেও এখনো অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই। তবে আমরা আশা করি, নতুন বছরে আমরা টিকা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার সব কিছু মেনে চলে করোনাকে জয় করতে পারব।’
গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বে ভাইরাসটি মানবদেহে শনাক্ত হলেও বাংলাদেশে প্রথম শনাক্ত হয় ৭০ দিনের মাথায় চলতি বছরের ৮ মার্চ। তবে ওই ২৯ ডিসেম্বর চীনের উহান থেকে খবর ছড়ানোর পর বছরের প্রথম থেকেই অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশেও সৃষ্টি হয় উদ্বেগন্ডউৎকণ্ঠান্ডকৌতূহল। পর্যায়ক্রমে দেশের বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত নড়াচড়া শুরু হয়। প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাতোড়ে আটকে যায় প্রথমত স্বাস্থ্য খাত এবং পর্যায়ক্রমে পুরো সরকারব্যবস্থা। ৮ মার্চের পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যু ঘটে করোনাভাইরাসের কারণে। এর পর থেকেই শুরু হয় ভীতিকর পরিস্থিতি, পাল্টে যায় জীবনযাত্রা; অর্থন্ডবাণিজ্য থেকে শুরু করে মানুষের সামাজিকন্ডসাংস্কৃতিক কিংবা পারিবারিক সব পরিবেশই যেন থমকে যায়। বন্ধ হয়ে যায় আকাশপথ, সড়কপথ, নৌপথসহ সব যোগাযোগ। ‘লকডাউনে’ বন্দি হয়ে পড়ে জীবন।
এর মধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দেশের পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থা। পরীক্ষা না করাতে পেরে মানুষের ছোটাছুটি, চিকিৎসার জন্য এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ঘোরাঘুরি; রোগী রাখতে চায় না

কোনো হাসপাতাল, হাসপাতালে চিকিৎসক নেই, স্বজনদের নিয়ে মানুষের হাহাকার, করোনায় মৃতের লাশ ফেলে রেখে স্বজনদের পালিয়ে যাওয়া, আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশীদের হয়রানি, ভাড়াটিয়াকে বাড়ি থেকে বের করে দেন বাড়িওয়ালা, আক্রান্ত রোগীর বাসাবাড়ি লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা, পুলিশের পাহারা এ রকম আরো অনেক রকম অমানবিক ঘটনায় গত এক বছর পার হচ্ছে এই দেশে।
অন্যান্য দেশেও ঘটেছে এমন ঘটনা। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মানুষ; ভয়কে জয় করে করোনার সঙ্গে বসবাসের সাহস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে, উঠে যায় লকডাউন। সব কিছু অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আগের মতোই। তবে সুরক্ষার বাণী হয়ে টিকে আছে মাস্ক ব্যবহার, বারবার হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সতর্কতা। সরকার রীতিমতো আদেশ জারি করে বাধ্যতামূলক করেছে এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।
এর মাঝেই করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতে সরকারি কেনাকাটা, প্রাইভেট সেক্টরে ভুয়া পরীক্ষা, ভুয়া চিকিৎসা, ভুয়া চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, তাদের কারো কারো সঙ্গে সরকারের চুক্তি, রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা, চিকিৎসার নামে বাণিজ্য বহু রকমের দুর্নীতি অনিয়ম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বদলি হন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব। অদলন্ডবদল হয় মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের বহু কর্মকর্তার চেয়ার। অনেক কিছু ছাপিয়ে বড় খবর হয়ে ওঠে রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজির মাধ্যমে নজিরবিহীন প্রতারণার প্রধান দুই চরিত্র মোহাম্মদ শাহেদ ও ডাক্তার সাবরিনা। এর বাইরে নকল মাস্ক ও পিপিই সরবরাহের মতো ঘটনা ঘটে এই করোনাকাল ঘিরে।
অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতের বাইরে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে সরকারের সহায়তাস্বরূপ ত্রাণ নিয়ে নানা কেলেঙ্কারিন্ডঅনিয়ম, জেলন্ডজরিমানাও ছিল আলোচিত ঘটনা। আরেক দিকে করোনা চিকিৎসায় ব্যবহার করা ওষুধ, সুরক্ষাসামগ্রী হিসেবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই নিয়ে চলে বেশুমার বাণিজ্য। নকল ও ভেজাল উপকরণ ছড়িয়ে পড়ে বাজারে। মানুষের বিপদকে জিম্মি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা উঠে পড়ে লেগে যায় অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নিতে। বেসরকারি হাসপাতালে বাড়িয়ে দেওয়া হয় চিকিৎসা খরচ। বিশেষ করে অক্সিজেন এবং আইসিইউ বাণিজ্য বেড়ে যায়। আইনন্ডশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অভিযানে নামতে হয় এমন পরিস্থিতি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে।
পাশাপাশি করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আগের তুলনায় কিছু উন্নতি ঘটলেও এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থায় আসেনি। হাসপাতালগুলোতে সাধারণ বেড খালি থাকলেও আইসিইউ বেড সরকারি হাসপাতালগুলোতে এখনো দুষ্প্রাপ্য। প্রথম দিকে পরীক্ষা নিয়ে

ব্যাপকমাত্রায় বিশৃঙ্খলা থাকলেও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা অনেকটা কমেছে। শুরুর দিকে কিট সংকট থাকলেও এখন তা সহনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত অ্যান্টিবডি কিট অনুমোদন নিয়ে নানা ধরনের টালবাহানার পর সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। প্রথম দিকে শুধু একটি মাত্র ল্যাবে টেস্ট হলেও এখন তার পরিধি বেড়েছে। হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে। ওষুধ অনেকটা সহজলভ্য হয়েছে।
তবে ইউরোপন্ডআমেরিকা কিংবা ভারতে যেভাবে সংক্রমণ ছড়িয়েছে এবং যেভাবে আক্রান্তদের মৃত্যু ঘটেছে, বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হয়েও ততটা শোচনীয় অবস্থায় পড়েনি, অন্ততপক্ষে আক্রান্ত ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে।
যদিও এখন পর্যন্ত দেশের সঠিক আক্রান্ত কত লাখ মানুষ তার কোনো হিসাব নেই কারো কাছে। নেই ভালো কোনো গবেষণা। নামমাত্র একটি গবেষণা হলেও তার ফলাফল নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ওষুধের গবেষণা নিয়ে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক অধ্যাপক ডা. তারেক আলম তাঁর ‘আইভারমেকটিন’ নিয়ে।
পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী করোনার টিকা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশও তাল মেলানোর চেষ্টা করছে তার সঙ্গে। তবে ট্রায়াল হয় হয় করেও এখন পর্যন্ত কোনো ট্রায়াল শুরু হয়নি দেশে। দেশীয় কম্পানি গ্লোব ফার্মাসিটিক্যালস নিজস্ব একটি টিকা উৎপাদনের পথ দেখালেও তা থেমে আছে। যদিও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় টিকা উদ্ভাবনের আবেদনকারীর তালিকায় তারা বাংলাদেশের নাম তুলে রেখেছে। বেসরকারি সংস্থা আইসিডিডিআরবি চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করলেও তা ভেস্তে গেছে। নতুন আরো একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে টিকার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনা এগিয়ে চলছে অনেক দিন ধরেই। অক্সফোর্ড উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদন শুরু হলে তা পাওয়ার জন্য সরকার চুক্তি করেছে। সেরাম থেকে টিকা বাংলাদেশে আনার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে অংশ নিয়েছে দেশীয় ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেড। অপেক্ষা এই ভ্যাকসিনের অনুমতি পাওয়া এবং দেশে আসা।
শুরু থেকে করোনাভাইরাসের গতিন্ডপ্রকৃতি নিয়ে দেশের বিজ্ঞানীদের বিভক্তিমূলক মতামত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে অহরহ। এর মধ্যে দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুনন্ডজুলাই মাসেই দেশে করোনা সংক্রমণের পিক ছিল।